গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৮ শ্রাবন, ১৪১৬

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-২)/৩৩৯ তারিখঃ ----------------

১২ আগস্ট, ২০০৯

<u>পরিপত্র</u>

বিষয়ঃ <u>জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বরাদ্দ/বন্টনের নীতিমালা।</u>

কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিলকান্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয় অর্থ বছরের বাজেট দুই বা ততোধিক কিসিস্ততে মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অনুকূলে ছাড় করবে। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে থোক হিসেবে জি.আর. ক্যাশ (নগদ অর্থ) বরাদ্দ প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসকগণ উক্ত থোক বরাদ্দ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসেবে
জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ অনুসরণপূর্বক বরাদ্দ করবেনঃ-

১। কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়/অগ্নিকান্ড/বন্যা/নদীভাঙ্গন/জলোচ্ছ্বাস/ভূমিকম্প/বজ্রপাত/নৌকা/লঞ্চ/ট্রলার ডুবি/সড়ক দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি আহত হলে বা অকাল মৃত্যুবরণ করলে এবং উক্ত আহত বা মৃত ব্যক্তির পরিবার অস্বচ্ছল হলে পরিবার প্রতি বিশেষ বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক-

(ক) মৃত ব্যক্তির পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৳ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা থেকে ৳ ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ করা যাবে।

(খ) আহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ৳ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা বরাদ্দ করা যাবে।

(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রসস্থ লোকদের পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৫,০০০/-টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(ঘ) দুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রসস্থ লোকদের সাহায্যার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে প্রয়োজনে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে নগদ অর্থ দিয়ে ডাল, তৈল, লবণ, মশলা, দিয়াশলাই, মোমবাতি, বিশুদ্ধ পানি, জ্বালানি কাঠ, চিড়া, গুড়, বিস্কুট ইত্যাদি ক্রয়করে ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করতে পারবেন।

২। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন-স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/এতিমখানা/মসজিদ/মন্দির/পাঠাগার ইত্যাদির জন্য এককালীন থোক বরাদ্দ থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না। তবে, জেলা প্রশাসকগণ প্রাপ্ত দরখা**সস্থ** যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রতি সর্বোচ্চ ৳ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেনঃ-

(ক) দরখাসস্থ/আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য/সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌরসভার মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে ;

(খ) আবেদনে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক বিবরণ/তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে ;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হতে হবে ;

(ঘ) জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ দেবেন। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত আবেদনকারীদের মধ্যে জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বিতরণ করে বিভাগীয় কমিশনার ও মহাপরিচালককে অবহিত করবেন।

(ঙ) প্রত্যেক বিভাগীয় কমিশনার তাঁর অধীনস্থ জেলাসমূহে জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত তদারকী কর্তৃপক্ষ (Supervisory Authority) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কোন বিশেষ প্রয়োজনে বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে কোন জেলার অনুকূলে বরাদ্দকৃত জি.আর. ক্যাশ (নগদ অর্থ) জেলা হতে প্রত্যাহার করে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত জেলার অনুকূলে পুনঃ বরাদ্দ দিতে পারবেন।

৩। উপরোক্ত ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনপত্র সমূহে উপসহাপিত তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবসহা গ্রহণ করা হবে।

৪। জি.আর. ক্যাশ(নগদ অর্থ) বরাদ্দের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক দরখাস্তের তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করবেন। ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে বরাদ্দের পরও জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্টদের অবহিত রেখে বরাদ্দ বাতিল করবেন।

৫। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী স্বীয় ক্ষমতাবলে ক্ষয়ক্ষতির গুরুত্ব বিবেচনায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে সরাসরি জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা সরাসরি বরাদ্দ করতে পারবেন। এসব ক্ষেত্রে আবেদনের যথার্থতা মাননীয় মন্ত্রী অবহিত ও নিশ্চিত হবার পরেই বরাদ্দ আদেশ প্রদান করবেন।

৬। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী জেলা/নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের আবেদন করতে হবে। মাননীয় সংসদ সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে যে সকল বরাদ্দ প্রদান করা হবে তা সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক বিতরণ/বন্টন করবেন।

৭। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয় হতে থোক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর থেকে জি.আর. ক্যাশ (নগদ অর্থ) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অনুকূলে মঞ্জুরী আদেশ জারী করার পর মঞ্জুরী আদেশের একটি কপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্স করবে। জেলা প্রশাসক উক্ত ফ্যাক্সের বিষয় নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৮। জেলা প্রশাসকের অনুকূলে থোক বরাদ্দকৃত জি.আর. ক্যাশ (নগদ অর্থ) নিঃশেষ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরকে পুনর্ভরণের জন্য অনুরোধ জানাবেন। মহাপরিচালক চাহিদার যথার্থতা/গুরুত্ব/পূর্বে খরচের সঠিকতা ইত্যাদিসহ মজুদ বিবেচনায় থোক বরাদ্দ প্রদান করবে। বরাদ্দকৃত জি.আর ক্যাশ (নগদ অর্থ) যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা' মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন। জেলা প্রশাসককে প্রদত্ত জি.আর ক্যাশ এর যে কোন অপচয়, অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

৯। অব্যয়িত জি.আর. ক্যাশ (নগদ অর্থ) ৩০শে জুনের অব্যবহিত পরেই যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা/সমর্পণ করতে হবে। কোন অবসহাতেই এক অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ পরবর্তী অর্থ বছরে ব্যয় করা যাবে না।

১০। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর হতে জেলা প্রশাসকগণের নিকট সরকারী মঞ্জুরী আদেশ জারী করবেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করবেন। মঞ্জুরী আদেশের একটি কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১১। সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে।

১২। এ আদেশ/পরিপত্র অবিলমেব কার্যকর হবে এবং পূর্বের জারীকৃত আদেশ/পরিপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

(মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ)
যুগ্ম-সচিব (দুঃ ব্যঃ)।

নং-খাদুব্যম/ত্রাক-৩/৩৭-নীতিমালা/২০০৯(অংশ-২)/৩৩৯/১(১৪২৫) তারিখঃ ১২/০৮/ ২০০৯ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'লঃ-
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার ....(সকল)।
৬। মহাপরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক .... (সকল)।

৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মেয়র এর একামন্ত সচিব, ...সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। উপজেলা চেয়ারম্যান, ... (সকল)।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)।
১৪। মেয়র, পৌরসভা, ... (সকল)।
১৫। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ...(সকল)।
১৬। যুগ্ম-সচিব(দুঃব্যঃ)/উপ-সচিব(ত্রাক-১/২)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবসহাপনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(সায়লা ফারজানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব(ত্রাক-৩)।